যুগান্তর

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

11 NOV 2016

কওমি শিক্ষার্থীদের সাংবাদিকতা

মুরুব্বিদের মাঝে দুই শিক্ষার্থীর কোলাকুলি

মোহাম্মদ শফকত হোসাইন

সাংবাদিকতায় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত ১০ বছরের তুলনায় বর্তমানে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় কওমি মাদ্রাসা ছাত্ররা বেশ এগিয়ে গেছে। আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগেও যেখানে অনেক কওমি মাদ্রাসায় সংবাদপত্র পাঠ ছিল অনেকটাই নিষিদ্ধ, সেখানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। শুধু সংবাদপত্র তথা দৈনিক পত্রিকাই নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় সাময়িকী পাঠেও ছিল বেশ কড়াকড়ি। মাসিক মদিনা, কাবার পথে, আদর্শ নারী, মুঈনুল ইসলাম, মুসলিম জাহান, আত-তাওহীদসহ ইসলামী ম্যাগাজিনগুলোও পড়তে হতো অনেকটা লুকিয়ে গোপনে। কিন্তু এখন পরিবেশ ও সময় পাল্টেছে। বদলেছে মন, মনন ও মানসিকতা। যেসব মাদ্রাসায় সংবাদপত্র ও পত্রিকা পড়া ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেসব মাদ্রাসায় এখন নিজেরা পত্রিকা বের করছে। যারা মাসিক, সাপ্তাহিক কিংবা বার্ষিক মুখপত্র বের করতে পারছেন না, তারা অন্তত একটি দেয়ালিকা হলেও বের করছেন। যারা এক সময় পত্রিকা পড়ার ঘোরবিরোধী ছিলেন তারাও এখন কামনা করে তাদের নিজ নিজ সংবাদটি পত্রিকার পাতায় ছাপানো হোক। লেখালেখি কিংবা সাহিত্যচর্চার এ সাধনায় এক সময় পিছিয়ে থাকা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা এখন শুধু এগিয়েই নয়, বহুগুণে এগিয়েছে। এখন ফেসবুক অনলাইনের কল্যাণে আপনার কাঁচা হাতের লেখাও প্রকাশ করে দিতে পারছেন জনসম্মুখে। তুলে ধরতে পারছেন আপনার মতামত। আপনার ভাবনা। ফলে এখন সহজেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এসেছেন। কওমি মাদ্রাসা থেকে এখন প্রচুর পরিমাণে লেখক সৃষ্টি হচ্ছে। ভালো মানের লেখক সাহিত্যিক জন্ম হলেও আমরা তাদের কাজে লাগাতে পারছি না। অথবা কাজে লাগাচ্ছি না। আমাদের এই প্রতিভাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো দরকার। আমাদের কওমি শিক্ষার্থীদের মেধা প্রখর। তারা যে বিষয়ে সাধনা করে আল্লাহর রহমতে সেখানেই সফল হয়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এখন আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে সরকারি সনদ। আগে কওমি শিক্ষার্থীদের সরকারি কোনো সনদ ছিল না। সরকারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছিল আরেকটি অপরাধ! এখন কওমি মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্ররা দাওরায়ে হাদিস পাস করার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ঢুকে পড়ছেন। পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তারা সেখানেও মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ কওমি শিক্ষার্থীদের পদচারণা প্রশংসনীয়। এ কওমি শিক্ষার্থী যারা ফেসবুকসহ অনলাইনে লেখালেখি করছেন। যারা পত্রপত্রিকায় টুকটাক লিখছেন। তাদের এখন বিরাট সুযোগ হচ্ছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করা। দেখবেন অনেক জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় উপজেলা সংবাদদাতা কিংবা প্রতিনিধির পদ খালি আছে। খবর নিয়ে সেখানে আবেদন করে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করার একটি সুযোগ আছে। একই সময়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক গড়ে এ পেশায় কওমি শিক্ষার্থীরা সহজে প্রবেশ করতে পারেন। এতে করে সাংবাদিকদের সম্পর্কে মানুষের মাঝে যে নেতিবাচক ধারণা জন্ম হয়েছে কওমি মাদ্রাসা ছাত্রদের অংশগ্রহণে তাও কমে আসবে। কারণ একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তা কওমি মাদ্রাসার একজন আলেম শিক্ষার্থীর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। মানে অন্যরা যত নোংরামি কিংবা তিলকে তাল, সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করতে পারবেন, একজন কওমি শিক্ষার্থীর পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া কওমি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায়ও ইনশাআল্লাহ এগিয়ে থাকবেন এমনটাই আমার বিশ্বাস। এ জন্য যারা অন্তত অনেক দিন ধরে লেখালেখির চর্চায় আছেন তারা যদি এই সম্মানজনক পেশাটার দিকে নজর দেন তাহলে দেশ এবং ইসলামের অনেক উপকার হবে। পত্রিকায় অন্তত পক্ষে না লিখতে পারলেও আপনাকে দিয়ে ইসলামবিরোধী সংবাদ পরিবেশন করাতে পারবে না। তাও কম কিসে? দেখবেন বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্নপন্থী লোকজন বড় বড় পদগুলো দখল করে রেখেছে। তারা যদি এটার গুরুত্ব বুঝে থাকে তবে আমরা এর কোনো মূল্যায়ন করছি না কেন। আমাদের এ নিয়ে মাথাব্যথাও নেই যেন। যেভাবেই হোক আমাদের কিছু কলমযোদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে। যারা এ পথে এসেছে নিজ উদ্যোগেই। তাদের কোনো অভিভাবক নেই। নেই পৃষ্ঠপোষক। তাদের বুদ্ধি-পরামর্শ কিংবা ছায়া দিয়ে আগলে রাখার কেউ নেই। নিজেরা কখন দৈনিক বের করবে, টিভি চ্যানেল খুলবে তার জন্য বসে না থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দরকার।

এ বাস্তব প্রশিক্ষণ সরাসরি পত্রিকায় তথা দৈনিকে কাজ করা ছাড়া হবে না। আদর্শ এবং সততার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে কওমি মাদ্রাসা পড়ুয়ারা যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে সুনাম বয়ে আনতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক : প্রাবন্ধিক
ই-মেইল : safkat09@gmail.com